যুগান্তর

তারিখ 16 JAN 2013
পৃষ্ঠা 6 কলাম ৫

জবির 'বি' ইউনিটে ভর্তি নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম

ভাইভা বোর্ডে ছাত্রলীগ সভাপতি

[illegible]

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের কলা অনুষদভুক্ত 'বি' ইউনিটের শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে চরম অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ রয়েছে, ওই অনুষদের ডিন ও আওয়ামীপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক ড. আবদুল অদুদ মোটা অংকের টাকা লেনদেনের মাধ্যমে মেধা তালিকার পেছনের সারির শিক্ষার্থীদের ভালো বিষয়ের ভর্তির অনুমোদন দিয়েছেন। অপরদিকে মেধা তালিকার প্রথমদিকে অবস্থানে থাকার পরও একাধিক শিক্ষার্থীকে নামমাত্র বিষয়ে ভর্তির অনুমোদন দিয়েছেন। রোব ও সোমবার দুই দিনে ওই ইউনিটের সাক্ষাৎকার চলাকালে এসব অনিয়মের ঘটনা ঘটে। সব শর্ত পূরণ করার পরও কাঙ্ক্ষিত বিষয় না পাওয়া শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ রয়েছে এই ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি জড়িত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দেখেও না দেখার ভান করছে। ভাইভা বোর্ডে ছাত্রলীগের সভাপতি উপস্থিত থেকে তার পছন্দের শিক্ষার্থীদের ভর্তির ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করেছেন। অপরদিকে অদুদের বিরুদ্ধে শিক্ষক নিয়োগ বাণিজ্য, ভর্তি বাণিজ্য, রেজিস্ট্রার অফিস থেকে চিঠি ছিনতাই ও সাংবাদিকদের টাকার প্রলোভন ও প্রাণনাশের হুমকি প্রদানের মতো একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষক মহল বিস্ময় প্রকাশ করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য রোববার থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী চারটি ইউনিটের অধীনে ৬টি অনুষদের ভর্তির সাক্ষাৎকার শুরু হয়। রোববার কলা অনুষদের ১ থেকে ৫০০ মেধাক্রম পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়, কলা অনুষদের ডিন ও 'বি' ইউনিটের ভর্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. আবদুল অদুদ টাকার বিনিময়ে পেছনের সারির মেধা তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের ভালো বিষয় দিয়েছেন। অপরদিকে ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফল থাকার পরও কোন শিক্ষার্থী পছন্দমতো বিষয়ে ভর্তির মনোনয়ন পাচ্ছেন না। যুগান্তরের অনুসন্ধানে এসব অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে জানা যায়, ভর্তি পরীক্ষায় 'বি' ইউনিটের মেধাক্রম ৫ম, ৪১তম, ৪৩তম, ৪৮তম, ৯৩তম ও ১০৬তম স্থান অধিকারী শিক্ষার্থীদের পছন্দমতো বিষয় দেয়া হয়নি। এসব মেধাক্রমধারী শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা অধিকাংশই আইন বিষয়ে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক অদুদ তাদের অন্য বিষয় দিয়ে বিদায় করে দেন। একইসঙ্গে তাদের বলে দেন দ্রুত ভর্তি হয়ে যাওয়ার জন্য। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিরও কোন সুযোগ মিলবে না।

সাক্ষাৎকার বোর্ডে ছাত্রলীগ সভাপতি : ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার সময় ভর্তি কমিটির সদস্য ছাড়া অন্য কোন সদস্য থাকার বিধান না থাকলেও সোমবার 'বি' ইউনিটের মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি এফএম শরিফুল ইসলামকে ডিনের পাশের চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গেছে। এসময় তার সঙ্গে বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মীও ছিলেন। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সভাপতি তার পছন্দের শিক্ষার্থীদের ভালো বিষয়ে ভর্তি অনুমোদন দিতে ডিনের পাশে বসা ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, কলা অনুষদে এই ভর্তি বাণিজ্যের সঙ্গে ছাত্রলীগ সভাপতির যোগসাজশ রয়েছে।

সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কলা অনুষদের ডিন ও 'বি' ইউনিটের ভর্তি কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আবদুল অদুদ কোন সদুত্তর দিতে পারেননি। তবে যেসব শিক্ষার্থীকে পরবর্তী সময়ে ইংরেজির পরিবর্তে বাংলা দেয়া হয়েছে এ ব্যাপারে তিনি বলেন, গতদিন তাদের ভুলক্রমে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি দেয়া হয়েছে। তাই সোমবার তা সংশোধন করা হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সভাপতি এফএম শরিফুল ইসলাম [illegible] বলেন, এক শিক্ষার্থী বিষয় পরিবর্তনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন।